প্রতিমন্ত্রী বনাম স্থানীয় নেতৃবৃন্দ: উন্নয়নের মূল অন্তরায়

মেহেরপুর আওয়ামী লীগের রাজনীতি হঠাৎ করে নতুন সমীকরণ দেখা গেল। আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ত্যাগী নেতারা এক মঞ্চে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপির বিরুদ্ধে বিষদগার হয়ে উঠলেন।

স্থানীয় সরকারের উন্নয়নে বিশেষ করে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার উন্নয়ন কাজের বাধাগ্রস্থ করার অভিযোগ তুলেছেন। স্থানীয়র সরকারের তিনটি বিভাগেই আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও তারা প্রতিমন্ত্রীর দ্বারা বাধাগ্রস্থ হচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন।

গত বুধবার বিকালে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে বিশেষ বর্ধিত সভায় নেতারা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে এক হাত নেন। বক্তারা যার যার স্থান থেকে প্রতিমন্ত্রীর বিষদগার করেন। একই সঙ্গে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকেরও সমালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনের আহবান জানান।

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে মুজিবনগর অধ্যূষিত মেহেরপুরে এই প্রথম একজন প্রতিমন্ত্রী উপহার দেন প্রধানমন্ত্রী। যা মেহেরপুর বাসীর জন্য গর্বের বিষয় ছিল। আওয়ামীলীগের গর্বের ছিল। কিন্তু একটি বছরের ব্যবধানে আওয়ামীলীগের ত্যাগী নেতাদের কোনঠাসা করে তোলায় তাদের অন্তর্জালা সেদিন প্রকাশ্য রুপ নেয়। শতশত নেতাকর্মীদের উপস্থিতি প্রকাশ্য ত্যাগী নেতারা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে তার ভুল শোধরানোর আহবান জানান। না হলে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারি দেন।

নেতাকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কৌশলে প্রতিমন্ত্রী রাজত্ব করতেই পারতেন। কিন্তু তিনি নেতাকর্মীদের প্রতি ভরসা না রেখে আমলাদের উপর ভরসা করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজ দলীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ডিসি এসপিকে নিয়ে মঞ্চে উপবিষ্ট থাকেন।

যেগুলো বিভিন্ন সময় রাজনীতির টেবিলে সমালোচার জন্ম দেয়।

সকল সমালোচনা, বৈরিতা দুর করে তিনি জেলা আওয়ামীলীগের ত্যাগী নেতাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন আমরা এমনটা প্রত্যাশা করি। সকল কিছু ভলে জেলার উন্নয়নে , এলাকার উন্নয়নে তিনি ভূমিকা রাখবেন, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কোন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে জেলাকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাবেন এমনটা প্রত্যাশা করি।

মেপ্র/সম্পাদকীয়

আরো পড়ুন: প্রতিমন্ত্রীকে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারি, ডিসিকে নিরপেক্ষ থাকার আহবান

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে দুর্নীতি বিরোধী জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে দুর্নীতি বিরোধী জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ মিলনায়তনে এ প্রতিযোগিতার চুড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

‘মুল্যবোধ ও দেশপ্রেমের অভাবেই দুর্নীতির বিস্তার ঘটে’ এ বিষয়ে চুড়ান্ত পর্বে পক্ষে অংশগ্রহণ করে ক্যাডেট কলেজের নবম-১ শাখা ও বিপক্ষে অংশগ্রহণ করে একাদশ-খ শাখা। যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে বিজয়ী হয় একাদশ-খ শাখা। পরে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ক্যাডেট কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ লোকমান হাকিম, দুদকের যশোর সমন্বিত কার্যালয়ের উপ-পরিচালক নাজমুচ্ছায়াদাত, সহকারী পরিদর্শক মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

এর আগে দুদকের যশোর সমন্বিত কার্যালয়ের আয়োজনে গত ৩ ফেব্রæয়ারি শুরু হয় এ প্রতিযোগিতা। এতে ক্যাডেট কলেজের ৪ টি শ্রেণীর ৮ টি টিম অংশগ্রহণ করেন। এবারের প্রতিযোগিতায় হাউজ পর্যায়ে

চ্যাম্পিয়ন হয়েছে খায়বার হাউজ।

আরো পড়ুন-গাংনীর ভাটপাড়া ইকোপার্কের কাজলা নদীর পানিতে বিষক্রিয়া, মারা গেছে প্রায় শত মন মাছ।

গাংনীতে ছাত্রলীগের দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ৫ জন আহত

মেহেরপুরের গাংনীতে ছাত্রলীগের নতুন কমিটি গঠনে বিবাদমান দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ৫ জন আহত হয়েছে। বিরোধ নিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের একটি তদন্ত দলের সামনে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী হাসপাতাল বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

আহতদের মধ্যে উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা ফাহিম হোসেন (১৭), জেলা ছাত্রলীগ সদস্য সবুর হোসেন (১৭) গাংনী ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল ইসলামকে (২২) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটি গঠন করা নিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে দু’পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা চলে আসছিল।
প্রত্যক্ষদর্শী ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মী সূত্রে জানা গেছে, বেলা সাড়ে এগারটার দিকে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ সভাপতি সোহান খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরিফুজ্জামান ও জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আব্দুস সামাদ বাঁধন গাংনী উপজেলা শহরে বিরোধের বিষয়ে খোঁজ নিতে আসেন।

এসময় ছাত্রলীগের ইমরান-হাসিব পক্ষের লোকজন সেন্টু-শিশির পক্ষের নেতাকর্মীদের উপর চড়াও হয়। এতে দুপক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হলে অন্তত ৫ জন রক্তাত্ব জখম হয়। পরে স্থানীয় আওয়ামীলীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ ও পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন।

ছাত্রলীগ নেতা তৌহিদুল ইসলাম বলেন যারা মারামারি করেছে তারা

পারিবারিক কলহের জের ধরে মারামারি করেছেন। গাংনীতে ছাত্রলীগের কোন বিবাদ নেই বলেও দাবী করেন তিনি।
গাংনী থানার পরিদর্শক তদন্ত সাজেদুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

আরো পড়ুন-গাংনীর ভাটপাড়া ইকোপার্কের কাজলা নদীর পানিতে বিষক্রিয়া, মারা গেছে প্রায় শত মন মাছ।

গাংনীর ভাটপাড়া ইকোপার্কের কাজলা নদীর পানিতে বিষক্রিয়া, মারা গেছে প্রায় শত মন মাছ।

গাংনীর ভাটপাড়া ইকোপার্ক সংলগ্ন কাজলা নদীতে পানিতে বিষক্রিয়া হয়ে প্রায় ৬/৭ লাখ টাকার মাছ মারা গেছে বলে দাবী করেছেন মাছ চাষী তোজাম্মেল হোসেন। গতরাত থেকে মাছ মরতে শুরু করলে স্থানীয়রা কাজলা ইজারা মালিক তোজাম্মেল হক কে খবর দেয়। তোজাম্মেল হত মাছ বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেও কোন কাজ হয়নি। সকালে কয়েকশ মন মাছ মরে ভেষে ওঠে।

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের মাছ চাষী তোজাম্মেল হক জানায়, ২০১৯ সালের প্রথম দিকে ইকোপার্ক সংলগ্ন কাজলা নদী খননকৃত অংশ ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করেন। ইজারা খরচসহ প্রায় ১০ থেকে ১২ লাখ টাকার মাছের পোনা ছাড়া হয়। কয়েক এ মৌসমে কয়েকদিনের মধ্যে মাছ বিক্রির উপযোগী হয়ে উঠত। এসময় গত বুধবার হঠাৎ করে মাছ মরতে থাকে।

মৎস্য অফিসের পরামর্শ নিয়েও কোন কাজ হয়নি।

সময়মত ব্যাবস্থাপনা না করার কারনে পানিতে বিষক্রিয়া হয়ে মাছ মারা গেছে বলে জানিয়েছে উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ রবিউল ইসলাম। যে পরিমান মাছ মারা গেছে তাতে প্রায় ৬ থেকে ৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী করেছেন ক্ষতিগ্রস্থ

মৎস্য চাষী তোজাম্মেল হক।

আরো পড়ুন-‘নাইট শিফট’ এর চাকরিজীবীরা যে বিপদ ডেকে আনছেন

প্রতিমন্ত্রীকে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারি, ডিসিকে নিরপেক্ষ থাকার আহবান

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগ আয়োজিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নানা মাত্রিক কর্মসূচী বিষয়ক বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধিত সভায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপিকে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারিসহ তার বিরুদ্ধে বিষেদাগারমুলক বক্তব্য প্রদান করেন আওয়ামী লীগ নেতৃবন্দরা। একই সঙ্গে মেহেরপুর জেলা প্রশাসককে কালা জাহাঙ্গীর আখ্যা দিয়ে তাঁকে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করার আহবান জানান।

গতকাল বুধবার বিকালে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে এ বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ বর্ধিত সভায় বক্তব্য দেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সদস্য আশকার আলী, মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলি ইয়াসমিন।

সভাপতির বক্তব্যে মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘মন্ত্রী যখন আসেন

করে যাবো।
মেয়র বলেন, ভিতরে ভিতরে অনেক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে মেহেরপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় জেলা প্রশাসককে প্রধান অতিথি এবং আমাকে বিশেষ অতিথি করায় প্রধান শিক্ষিকা তিরস্কার করে তাঁকে এখান থেকে বদলি করা হয়েছে।
তিনি আরো বলেন, যুবলীগকে নিয়ে নানারকম কুরুচীপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। আজ তার ভাইকে সেই যুবলীগের রাজনীতিতে আনার চেষ্টা করছেন। আপনারা স্বার্থক। আমরা সফল রাজণীতি করে আসছি। আজ পৌরসভার বিভিন্ন ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। উপস্থিত নেতকর্মীদের উদ্দ্যেশে তিনি বলেন, আপনাদের সকলকে সাথে নিয়ে এসকল ষড়যন্ত্রর জবাব দেওয়া হবে।

জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাড. মিয়াজান আলী বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি করি। আমরা কারও চামচামির রাজনীতি করি না। মেহেরপুরের ত্যাগী নেতাদের মূল্যায়ন করা হয়নি। আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকেন ইনশাহআল্লাহ আপনাদের বিজয় হবেই।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান বলেন, নৌকা মার্কা নির্বাচিত হওয়ার পরও নৌকার নিবেদিত প্রাণ দু:সময়ের রাজপথ কাপানো নেতাদের মুখ আজ মলিন। মেহেরপুরের আওয়ামী লীগের ইতিহাস এখন মিথ্যা ইতিহাস। আমরা মন্ত্রী পেয়েছি, মেহেরপুরের মানুষ হাসবে অথচ মেহেরপুরের মানুষ আজ কাঁদছে, আওয়ামী লীগ কাঁদছে। এইতো সেদিনকার কথা শহর আওয়ামী লীগের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কাউন্সিল হচ্ছিলো। কেন্দ্রিয় নেতাদের সাথে যোগসাজশ করে শহর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বন্ধ করে দেয়। সেখানেও তিনি একটি করে ভাগ চাই। আওয়ামী লীগ কি ভাগের রাজনীতী হয়ে গেছে, আমরা কি বিভক্ত রাজনীতি করি? আগামী ৬ মার্চের মধ্যে মেহেরপুর, গাংনী, মুজিবনগরে কাউন্সিল হতে পারে। সেখানে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে নেতা কর্মিদের মধ্য থেকেই।
উনি একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, মেহেরপুর শহরকে প্যারিস বানাবো। আমাদের গর্বে বুক ভরে গেলো। আমাদের মন্ত্রী শহরকে উন্নত করবেন। কিন্তু আজ তিনি পৌরসভার উন্নয়ন কাজকে বাধা দিচ্ছেন। বারবার তদন্ত কমিটি পাঠাচ্ছেন। উনি বলেন তাঁর বাবা নাকি জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু তার নানাও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তাহলে উনার পিতা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত সভাপতি হলেন। তিনি বিভিণ্ন স্থানে বলে বেরাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু নাকি মেহেরপুরে দুই বার এসেছিলেন। তার বাড়িতে এসে খেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মেহেরপুরে

মোহন শোভন, কুদরত ই খুদা রুবেল, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে শতশত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও মহিলা কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন।

মেপ্র/ইএম

বিআরটিএ অফিসের হয়রানি বন্ধ হবে কবে?

মোটরসাইকেলের লাইসেন্সের জন্য ফাইল জমা দিতে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয় মেহেরপুর বিআরটিএ অফিসের মাষ্টাররোলে কর্মরত কর্মচারীদের। এই টাকা বিভিন্ন ভাবে ভাগ হয়ে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। বিআরটিএ অফিসের নিম্মশ্রেণীর কর্মচারী থেকে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা এই ভাগ পেয়ে থাকেন। দির্ঘদিন ধরে এই রেওয়াজ চলে আসছে। এ ব্যাপারে তেমন কোন ভুমিকা চোখে পড়ছে না।

মাঝে দু’একবার দুদক থেকে টিম এসে অভিযান চালিয়ে কয়েকজন মাষ্টাররোলে কর্মরত কর্মচারীদের অফিস থেকে বের করে দিয়েছেন। কিন্তু নতুন করে আবারো কিছু কর্মচারী সেখানে কাজ করছেন। তাহলে ব্যাপরাটা কি দাড়াল। এর বাইরে রয়েছে অফিস মুখী বেশ কিছু দালাল। তাদের দাবি আরো বেশি। অফিসের স্টাফদের সাথে যোগসাজশ করে ও্ই সকল দালাল বেশি টাকা হাতিয়ে নিয়ে কাজ করছেন।

একজন গ্রাহক নিজে গিয়ে হয়রানি হলেও দালালরা ওই সকল সুযোগগুলোকে কাজে লাগাচ্ছে। গ্রাহকদের খরচ ও সময় দুটোই নষ্ট হচ্ছে। আবার একা করতে হয় তাহলে মাসের পর মাস এমনকি বছরও কেটে যাচ্ছে ।

নতুন সড়ক আইনে জেল জরিমানা বৃদ্ধি পাওয়ায় গাড়ির মালিক ও চালকদের মধ্যে এক ধরণের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বিগত সময়ের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি আবেদন জমা পড়ছে বিআরটিএ অফিসে। লোকবলের অভাব থাকলে সেখানে জনবল নিয়োগ দিয়ে কাজের গতি বৃদ্ধি করতে হবে। একই সঙ্গে অফিসকে দুর্নীতি মুক্ত ও হয়রানি মুক্ত করতে হবে।

গাংনীতে ইটভাটায় কাঠ পোড়ানোর প্রতিযোগিতা চলছে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ইট ভাটাগুলোতে দেদারছে চলছে কাঠ পোড়ানোর প্রতিযোগিতা। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাতে রয়েছে প্রায় ৪৯টি ইট ভাটা প্রতি ইটভাটায় দিনে ৫শ’ মণ এর উপরে অর্থাৎ গাংনীর সবগুলো ইটভাটায় দিনে প্রায় ২৫ হাজার মণ কাঠ পোড়ানো হয়।

শুধু তাই নয় ইটভাটায় করাত কল বসিয়ে কাঠ ফাড়ায় করে তা ভাটাতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে প্রশাসনের নাকের ডগায় ভাটা মালিকরা দেদারছে কাঠ পোড়ানোর, বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসির মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এর আগে ব্যারেল চিমনিতে কাঠ পোড়ানো ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার কারণে সেগুলো বন্ধ করতে সক্ষম হলেও ফিক্সড চিমনিতে কাঠ পোড়ানো এখনও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি প্রশাসন।

এদিকে দেদারছে কাঠ পোড়ানোর কারণে উজাড় হচ্ছে দেশের বনভূমি। তাছাড়াও ফসলি জমির উপরও গড়ে উঠেছে ইটভাটা। এতে করে শুধু পরিবশই নয় ফসলি জমিও পড়েছে হুমকির মুখে।

একটি সুত্রে জানা যায়, শীত মৌসুমে দেশে সরকারি ও ব্যাক্তি গতভাবে অবকাঠামো উন্নয়ন বেড়ে যায়। যে কারণে শীত মৌসুম এলেই ইটভাটা গুলো চালু করা হয়। এমনকি এসময় অনেকে নতুন নতুন ইটভাটাও চালু করে। যে কারণে খুব সহজেই ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো বন্ধ করা সম্ভব নয়।

গাংনীর হিজলবাড়িয়া গ্রামের একটি ইটভাটা মালিক মুকুল সে তার ইটভাটায় রিতিমত করাত কল বসিয়ে কাঠ ফাড়ায় করে তা ঐ ইটভাটায় ব্যবহার করছে।

যদিও যেখানে সেখানে করাত কল বসিয়ে কাঠ ফাড়ায় করা নিয়মে নাই তার পরও তারা এ কাজ করে যাচ্ছে।

জানতে চাইলে ঐ ইটভাটার ম্যনেজার আব্দুল হাই জানান, পরিবেশ অধিদপ্তরে পরিবেশ ছাড়পত্র চাইলেও সংশ্লিষ্টরা দেয়না। যেহেতু ব্যবসা করতে হবে তাই বাধ্য হয়ে আমাদের এ কাজ করতে হচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান জানান, এর আগে আমরা ব্যারেল চিমনি ব্যবহার বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। এখন ফিক্সড চিমনিতে যে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে সেটাও আমরা বন্ধ করতে সক্ষম হব। তবে কিছুটা সময় লাগবে।
কারণ এ সময় বছরের শুরুতে সরকারি বেসরকারি ভাবে অবোকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলে। হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়াটা সম্ভব হয়না।

তিনি বলেন, ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতিকে ডেকে এ বিষয়ে তাকে জানানো হবে।

মেপ্র/আরপি

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই বন্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশের মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীতে ভাতাভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা অভিযোগের প্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাই বন্ধ ও প্রতাহারের দাবীতে মানববন্ধন ও স্মারক লিপি প্রদান করেছেন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা ঐক্য পরিষদ ব্যানারে গাংনী উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ।

গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার সময় মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই চলাকালীন সময়ে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধন করেন তারা। মানববন্ধন শেষে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সদস্য সচিব দিলারা রহমান বরাবর স্মারক লিপি প্রদান করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মানববন্ধন করেন।

এসময় বক্তারা বলেন, এ যাচাই-বাছাই ভাতাভোগী লালমুক্তি বার্তা, সরকারি গেজেট ও সনদ ধারী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নহে। একটি মহল স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পায়তারা সহ তাদের ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান হানী করছেন বলে তাদের এ মানববন্ধন। ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধা ও মৃত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগের প্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাই বন্ধ সহ ফরম বাতিলের দাবী উত্থাপিত হয়। বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান বিশ্বাস, মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান এসময় বক্তব্য রাখেন।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সদস্য সচিব দিলারা রহমান বলেন, সরকারি নিয়মের বাইরে কিছুই করছেন না। মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই সরকারের আদেশেই করা হচ্ছে। যারা মানববন্ধন করেছেন তারা সঠিক বিষয়টি না জেনে না বুঝে করছেন।

তাছাড়া যারা সরকারের নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করছেন তারা এক প্রকার সরকারের কাজে বাধাগ্রস্থ করছেন। স্বচ্ছতাকে বাধাগ্রস্থ করছেন।

তিনি আরো বলেন, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারাদেশে ব্যাপী যাচাই বাছাই চলছে। সারা দেশের ন্যায় গাংনী উপজেলাতে যাচাই বাছাই কার্যক্রম চলমান। কোন জায়গায় কোন প্রকার আপত্তি-বিপত্তি নেই। আপনাদের যদি যৌতিক কোন দাবী থাকে সে বিষয়টি আমি সম্মানের সাথেই দেখব।

মেপ্র/আরপি

দর্শনা পুলিশের মাদকবিরোধী

অভিযানে ফেনসিডিল সহ ১ জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে মো: আব্দুল আলিম সাগর (২০) কে ২০ বোতল ফেনসিডিল সহ গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার জয়নগর (স্কুলপাড়া) পিতা মো: আজিজুল হকের ছেলে।

পুলিশ জানায় গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে এগারো সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ আই জি ব্যাচ প্রাপ্ত (ইন্সপেক্টর) শেখ মাহাবুবুর রহমান এর নেতৃত্বে, অফিসার এ এস আই মারুফ এবং সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দর্শনা শ্যামপুর পাইপঘাট ইটের রাস্তার উপর হইতে ২০ বোতল ফেনসিডিল সহ মো: আব্দুল আলিম সাগর
(২০) কে আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামীর রিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

ইসির অভ্যন্তরীণ বিষয় বাহিরে প্রকাশ যুক্তিযুক্ত নয়: হানিফ

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অভ্যন্তরীণ বিষয় বাহিরে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব উল আলম হানিফ।

হানিফ বলেছেন, ‘ইসির অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো বাহিরে প্রকাশ করাটা কোনো মতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। যিনি বা যারা অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে মিডিয়ার সামনে কথা বলেন দেশবাসী মনে করেন, এটা তার

অযোগ্যতা অদক্ষতাই প্রমাণ করে।’

গতকাল বুধবার সকালে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।

আওয়ামী লীগের এই নেতা বলেন, ‘ইসির কেউ যদি মনে করেন কাজ করার মতো সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন তার সেই যোগ্যতা নেই। সেই পথও তার জন্য খোলা আছে। ইচ্ছে করলে তিনি অবসরে যেতে পারেন।’

আরেক প্রশ্নের জবাবে হানিফ বলেন, ‘বিএনপির বিক্ষোভ আন্দোলন বিএনপিই ভালো জানে। এটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। জনগণও এটা নিয়ে ভাবছে না।’

‘বিএনপি গত জাতীয় নির্বাচনের পর হরতাল ডেকেছিল। জনগণ ভোটের দিক থেকে যেমন বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে আন্দোলনের দিক থেকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। এই দলটাই জনগণ প্রত্যাক্ষিত দল। এদের কর্মসূচি নিয়ে আওয়ামী লীগের ভাবার কোনো প্রশ্নই উঠে না। জনগণও ভাবে না।’

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. এস এম মুসতানজীদ, মেডিকেল কলেজের ডাক্তার, শিক্ষার্থী, জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দসহ সিভিল সার্জন অফিসের কর্মকর্তারা।

মেপ্র/আরপি